সংবাদ

তারিখ 12 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

১৮ মিডিয়া

চবি'র বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ বেতন-ভাতায়

সর্বনিম্ন শিক্ষা সহায়ক খাতে দুর্নীতির সুযোগ রয়েছে এমন খাতে বরাদ্দ বেশি

প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরের বাজেটে বেতন-ভাতা খাতে সর্বোচ্চ ৪৬ কোটি ৯০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হলেও শিক্ষা সহায়ক খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে মাত্র ৪ কোটি ৩১ লাখ ৭০ হাজার টাকা। ছাত্রদের কাছ থেকে বিভিন্ন ফিস বাবদ যে অর্থ আদায় করা হয় তাও এই খাতে বরাদ্দের চেয়ে বেশি। এমনকি পেনশন খাতে যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা শিক্ষা খাতের বরাদ্দের চেয়ে দ্বিগুণ। এছাড়াও এবারের বাজেট বিশ্লেষণে দেখা গেছে যেসব সুযোগ-সুবিধার জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তার সবই শুধু শিক্ষকদের জন্য।

এদিকে. সিনেটের সদস্যরা অভিযোগ করে বলেছেন পূর্বে যেসব খাতে দুর্নীতির প্রমাণ মিলেছে সেসব খাতে এবারও বরাদ্দ বেশি রাখা হয়েছে। মূলত যানবাহন. জ্বালানি. আপ্যায়ন. যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বেশী রাখা হয়েছে।

গত শনিবার বিকেল ৩টায় চবি সিনেটের ১৯তম বার্ষিক সভায় এ অর্থবছরের জন্য ৬৭ কোটি ৭৬ লাখ ৮৮ হাজার টাকার বাজেট পেশ করা হয়। বাজেট বিশ্লেষণে দেখা গেছে. এবার মূল ৫টি খাতের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়েছে বেতন-ভাতা খাতে। অন্যবারের মতো শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় বাড়ানো হয়েছে। অন্যদিকে কমিয়ে আনা হয়েছে শিক্ষা আনুসঙ্গিক খাতের ব্যয়। এমনকি পেনশন খাতেও এবার যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা শিক্ষা আনুসঙ্গিক খাতের তুলনায় দ্বিগুণ। এ খাতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৮ কোটি টাকা। এদিকে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যে আয় করা হয় তাও এ খাতে বরাদ্দের চেয়ে বেশি। গত অর্থবছরে শুধু শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে ৫ কোটি ৪১ লাখ ৮৩ হাজার টাকা।

এছাড়াও বরাবরের মতো এবারও শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ছাড়াও গবেষণা. উচ্চতর শিক্ষাসহ বিভিন্ন খাতে ব্যয় বাড়ানো হয়েছে। এছাড়াও এবারের বাজেটে এই অর্থ বছরের জন্য নেই কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও প্রকল্প। অভিযোগ উঠেছে গতানুগতিকভাবেই পেশ করা হয়েছে এবারের বাজেট।

বাজেট বিশেষনে দেখা যায়. অন্যবারের তুলনায় শিক্ষকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা খাতে ব্যয় বাড়ানো হয়েছে। শিক্ষকদের বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সহায়তা দানের জন্য ১৫ লাখ থেকে বাড়িয়ে ২০ লাখ টাকা. উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য ৬০ লাখ টাকা. পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে শিক্ষকদের পারিতোষিক ব্যয় শতকরা ১০ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ করা হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষা আনুসঙ্গিক খাতে শিক্ষার্থীদের টিচিং এইডসহ সব ব্যয় ধরা হয়েছে মাত্র ৪ কোটি ৩১ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

এদিকে এবারের বাজেটেও যেসব খাতে দুর্নীতির সুযোগ রয়েছে সেসব খাতে বরাদ্দ বেশি রাখা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে ১ কোটি ৮০ লাখ. বাস ও রেল ভাড়া ১ কোটি ৭ লাখ. জ্বালানি ব্যয় ১ কোটি. টেলিফোন বিল ৫০ লাখ. যানবাহন অন্যান্য মেরামত ১ কোটি ৫৫ লাখ ৫০ হাজার সাধারণ আনুসঙ্গিক খাতে ৩ কোটি ৭৪ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। যাকে অর্থনীতিবিদরা অনেকটাই অপ্রয়োজনীয় বলে মন্তব্য করছেন।